UG/HIST/403C-10 (History of India 1757–1885)
Module – I Semester – IV Sumit Kumar Mondal (History)

অষ্টাদশ শতকের প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক
Debate on the nature of the 18th century

ভারতের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতকের গুরুত্ব অসাধারণ। এই শতকের মধ্যেই একদিকে দু'শো বছরের সুমহান ঐতিহ্যের অধিকারী মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে ও ভারতের নানা প্রান্তে আঞ্চলিক শক্তি সাগাদাড়া দিয়ে ওঠে, অন্যদিকে এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড ধীরে ধীরে রাজদণ্ডে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতকের এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ভারত ইতিহাসকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল, ভারত ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

ভারতের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতকের এই দুই পর্বের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্ক প্রচুর। এই বিতর্ক থেকে মোটামুটিভাবে তিনটি বক্তব্য বেরিয়ে আসে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে অষ্টাদশ শতক ভারত ইতিহাসে শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির যুগ। আবার কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন অষ্টাদশ শতকে ভারতের সমাজ ও অর্থনীতির নানা স্তরে অবক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অপর একদল ঐতিহাসিক আবার এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অতীতের সঙ্গে কোন ছেদ ভারত ইতিহাসের অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরিলক্ষিত হয়নি; অতীতের সঙ্গে বর্তমানের ধারাবাহিকতা এই শতকে পুরোপুরি বজায় ছিল। অষ্টাদশ শতকীয় ভারত ইতিহাসের এই তিনটি দিকই আমরা আলোচনা করব।

মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল। বাণিজ্যের পরিবর্তিত ধারা, প্রান্তিক অঞ্চলগুলিতে বাণিজ্যিক পুঁজির বর্ধিত বিনিয়োগ এবং স্থানীয় উত্তরাধিকারীদের যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের নীতি এবং রাজনৈতিক তৎপরতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নির্ভর করে আঞ্চলিক অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত (Indian Merchants and the decline of Surat: c.1700-1750 - বই) দেখিয়েছেন যে, সুরাট, মসলিপত্তনম, ঢাকা ইত্যাদি উদ্যোগী শহরগুলি অবক্ষয়ের পথে গিয়েছিল বটে, কিন্তু এই প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের ইঙ্গিতবাহী ছিল না। যৌথ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনৈতিক সীমারেখা অতিক্রম করে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পণ্য চলাচলের ব্যবস্থা সহজ করেছিল। ঋণ ও বীজ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছিল। ফলে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। বি.আর. গ্রোভার (An integrated pattern of commercial life in the rural society of Nort India during the 17th-18th centuries, 1966, প্রবন্ধ) মনে করেন মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এবং বিদেশী আগ্রাসন সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বাণিজ্যপণ্য প্রাদেশিক স্তরে নতুন বাজারের সন্ধান পেয়েছিল। কে. লিউনার্দ তাঁর 'The great firm theory of the decline of the mughal empire' প্রবন্ধে লিখেছেন, আঞ্চলিক অর্থনীতির বিকাশে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বাণিজ্যিক পুঁজি। আঞ্চলিক স্তরে ঋণ ব্যবস্থার বিকাশ, প্রাথমিক স্তরে ব্যাংক ব্যবস্থার সক্রিয়তা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে এক নতুন চাকুরিজীবী শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল - এদের মধ্যে অনেকেই বাণিজ্য সংস্থা, হিসাবরক্ষকের কাজ বা রাজস্ব আদায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মতে সার্বিক বিচারে অষ্টাদশ শতকীয় ভারতে কৃষি ও হস্তশিল্পে বিশেষ কোন অবক্ষয় দেখা যায় না।

ভাস্বতী ভট্টাচার্য তাঁর 'The hinterland and the coast: The pattern of interaction in Coromondal in the late eighteenth century' প্রবন্ধে বলেছেন, করমণ্ডল অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাব বাণিজ্য, পণ্য উৎপাদন ও বাজারের বিকাশে আদৌ কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র মসলিপত্তনম থেকে হিন্দুপুর ও ওয়ালাজাপেটে সরে গিয়েছিল। বার্টন স্টেইন (State Formation and Economy Reconsidered - প্রবন্ধ) দক্ষিণ ভারতের বিষয়টি কিঞ্চিৎ অন্যভাবে দেখেছেন। তাঁর মতে, সামরিক আর্থিক নীতি (Military

fiscalism) আঞ্চলিক স্তরে রাজস্ব আদায় ও বাণিজ্যিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। মালবের ক্ষেত্রে স্টুয়ার্ট গর্ডন (The slow conquest: Administrative integration of Malwa into the Maratha Empire - প্রবন্ধ) দেখিয়েছেন যে, অষ্টাদশ শতকে মালবে বহু নগরের আর্থিক উন্নয়ন ঘটেছিল। ফ্রাঙ্ক পার্লিন (Proto Industrialization and pre-colonial South Asia, প্রবন্ধ) সহ আরো অনেকে ও তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে অষ্টাদশ শতকে প্রাক-ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংহতি স্থাপিত হয়েছিল। রিচার্ড বার্নেটের (North India between two empires: Awadh, the Mughals and the British - বই) লেখা থেকে অযোধ্যার সমৃদ্ধির চিত্র পাওয়া যায়। অন্যদিকে ফিলিপ ক্যালকিন্স (The formation of a regionally oriented ruling group in Bengal, 1700-1740. - প্রবন্ধ) দেখিয়েছেন বাংলায় মুর্শিদকুলির আমল থেকে আর্থিক সমৃদ্ধি ঘটেছিল এবং ১৭০৭ থেকে সিরাজের আমলের আগে বাংলার অভিজাত ও ব্যাংকারদের (শেঠ) মধ্যে যে শ্রেণি-সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা বাংলার রাজনীতিকে একটা আলাদা মাত্রা দিয়েছিল। ডেভিড ওয়াশব্রুক (Land and Labour in Late 18th century South India: the golden age of the পারিয়া?) তে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর মতে সমগ্র অষ্টাদশ শতকে সেনাবাহিনীর মধ্যে একটা পেশাদারিত্ব এসেছিল। সেজন্য সেনাবাহিনীর ভরণ-পোষণের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল। তাই আর্থিক বিষয়ে রাষ্ট্রকে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে হয়েছিল। এই নতুন চিন্তাভাবনার ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রশাসকদের ব্যাঙ্কিং ও বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর উপর নির্ভর করতে শুরু করেছিল এবং এই সময়েই উৎপাদন এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিশ্ব অর্থনীতির সাথে ভারতীয় অর্থনীতির সংযোগ ঘটেছিল। এদিক থেকে সার্বিকভাবে অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় অর্থনীতি ভেঙে পড়েছিল একথা বলা যায় না।)

সি এ বেইলি (Rulers, Townsmen and Bazaars: North Indian society in the age of British expansion, 1707-1870 · বই) মনে করেন বিভিন্ন জায়গাতে মানুষকে নিয়ে গড়ে ওঠা সমৃদ্ধশালী বণিক সংগঠনগুলির উত্থান ও সেগুলির রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সামরিক আর্থিক নীতির বিকাশ আঞ্চলিক স্তরে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করেছিল। তৎকালীন রাজনৈতিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়ার জন্য সামরিক সরঞ্জাম বাড়ানোর প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, আর সে কারণেই আগ্রা, হায়দ্রাবাদ, লাহোর, রোহিলখণ্ড, মহারাষ্ট্র সর্বত্রই রাজস্ব আদায়ের উপর নিয়ন্ত্রণ বাড়ানো হয়েছিল। বেইলির বক্তব্যের সমর্থনে আন্দ্রে উইংক ~~[illegible]~~ (Land and sovereignty in India: Agrarian society and politics under the 18th century Maratha Svarajya - বই) এবং সঞ্জয় সুব্রহ্মণ্যম (Institutions, Agency and Economic change in South Asia: A survey and some suggestions - প্রবন্ধ) বলেছেন - প্রাক্-ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলিতে কৃষিতে পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল, কারণ দেশীয় পুঁজির ক্রমপ্রাপ্তি ভারতেও ঘটেনি। এই দেশী পুঁজির অনেকটাই অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ও বিলাস পণ্যের বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা হত। অনেক সময় সামরিক সরঞ্জাম তৈরী ও রাজস্ব আদায়েও দেশি পুঁজির ব্যবহার হত।

অষ্টাদশ শতকের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক উত্থান-পতন সত্ত্বেও অর্থনৈতিক অবক্ষয় তদানীন্তন ভারতবর্ষের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল না। ভারত কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়নি এবং ভূমি-রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত আয়ের পরিমাণও হ্রাস পায়নি। বরং অনেক জায়গায় বিপরীত চিত্রই চোখে পড়ে। বাংলায় ভূমি-রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত আয় বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুর্শিদকুলি খাঁ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী রাজস্ব সংগ্রহ করতে

সক্ষম হন। দিল্লি-আগ্রা অঞ্চলে বদন সিং সুরজমল প্রায় স্বাধীন রাজত্ব সংগঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাজপুত জাঠদের কর্তৃত্বকার কর্তৃত্ব মেনে নিয়েও এই সমস্ত ঘটনাকে সমৃদ্ধ কৃষি-অর্থনীতির প্রমাণ হিসাবে তাঁরা গ্রহণ করেছেন।

** মুজাফফর আলম তাঁর 'The Crisis of Empire in Mughal North India: Awadh and the Punjab 1707-1748' গ্রন্থে বলেছেন যে, ঔরঙ্গজেব শাসনের অন্তিম লগ্ন থেকে অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আওয়াধ, বেরিলি, গোরাখপুর, বেনারস প্রভৃতি অঞ্চলে কৃষি জমির পরিমাণ ৮-৯ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই জমির পরিমাণ বৃদ্ধি কৃষির সম্প্রসারণ ঘটাতে সাহায্য করেছিল। প্রায় সমস্ত উত্তর ভারতে বাজারের চাহিদা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক হিসাবে উৎপাদন ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটেছিল। *কৃষির বাণিজ্যিকীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল।

কোনো কোনো ঐতিহাসিক অষ্টাদশ শতককে 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। এঁদের মতে, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে প্রশাসনিক এক অরাজকতা ও নৈরাজ্য দেখা দিয়েছিল। ফলে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক হয়ে পড়েছিল। এই সকল ঐতিহাসিকদের বক্তব্য মূলত সমসাময়িক ফার্সি বিবরণ থেকেই গৃহীত হয়েছে। এই সময়ের প্রধান বিদেশি ঐতিহাসিক হলেন ** উইলিয়াম আরভাইন (Later Mughals - বই) এবং যদুনাথ সরকার।

*অষ্টাদশ শতক সম্পর্কে যদুনাথ সরকারের বক্তব্যে দুটি দিক আছে। একদিকে তিনি বলেছেন এই শতক হল অবক্ষয়ের যুগ, অন্যদিকে তিনি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। 'Fall of the Mughal Empire' গ্রন্থে তিনি বলেছেন মুঘল শাসক, অভিজাতদের নৈতিক অবক্ষয়, দুর্নীতি প্রভৃতি অষ্টাদশ শতকে সংকট তৈরী হয়েছিল। এই সংকটের ফলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ও বিশৃঙ্খলা চরম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সংকটের কথা 'History of Bengal' (Vol-I) গ্রন্থেও তিনি বলেছেন। *ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরে নতুন দেখা দিয়েছিল। রাজনৈতিক ও সামাজিক দুর্বলতা দেশকে রক্ষা করতে পারেনি। অভিজাতদের নৈতিক অবক্ষয়, সর্বস্তরে দুর্নীতি, স্বার্থপরতা, বিশ্বাসঘাতকতা দেশকে একেবারে পতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। অর্থাৎ প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অষ্টাদশ শতক যদুনাথ সরকারের বক্তব্যে অবক্ষয়ের যুগ। আবার পাশাপাশি 'History of Bengal' (Vol-II) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে তিনি বলেছেন পলাশীতে আমরা শুধুমাত্র সিরাজের বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্লাইভের দক্ষতা শক্তি ও ষড়যন্ত্রকে দেখেছি কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে পলাশির প্রান্তরেই ভারতবর্ষের আকাশে এক নতুন সূর্যের উদয় ঘটেছিল।

*** মুঘল শাসক ও অভিজাতদের ধর্মীয় নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ বলে শ্রীরাম শর্মা (The Religious Policy of the Mughal Emperors - বই) এবং ঈশ্বরী প্রসাদ (The Mughal Empire - বই) অভিমত। অষ্টাদশ শতক ভারতের ইতিহাসে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক সংকটের পর্ব বলে অনেকে মনে করেন। ১৯৫০-৬০ দশকের পর থেকে মার্কসবাদী ঐতিহাসিকরা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে ব্যাখ্যা করেছেন। ** ১৯৫৯ খ্রিঃ প্রকাশিত 'Parties and Politics at the Mughal Court 1707-1740' গ্রন্থে সতীশ চন্দ্র প্রথম মুঘল দরবারের দলগত ত্রুটিগুলির নীতিতে অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনকে বিচার করার একটি কাঠামো প্রস্তুত করেন। সতীশ চন্দ্রের মতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল অর্থনৈতিক সংকটের জন্য। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, যতদিন পর্যন্ত জায়গীরদারী এবং মনসবদারী ব্যবস্থাকে মুঘল সম্রাটরা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পেরেছিলেন ততদিন সাম্রাজ্যে কোন সংকট দেখা দেয়নি। কিন্তু যখন থেকে জায়গীরের সংখ্যা কমতে থাকল এবং মনসবদারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল তখন ভালো জায়গীর পাওয়ার জন্য অভিজাতদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় তার ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত হয় এবং এই ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করেই আর্থিক সংকট দেখা দেয়।

[illegible]

১৯৬৩ সালে ইতিহাসবিদ ইরফান হাবিব আলিগড় থেকে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত রচনা 'The Agrarian System of Mughal India' গ্রন্থে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে মুঘলরা কৃষিজ উৎপাদনের যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন তা ছিল সহজাতভাবেই ত্রুটিযুক্ত। উৎপাদনের সর্বোচ্চ মাত্রা আদায় করার জন্য রাজকীয় নীতি ছিল সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব আদায় করা। ফলে অভিজাতরা জায়গীর থেকে উচ্চ হারে রাজস্ব আদায় করত। জায়গীর প্রথার ওপর হস্তান্তরিত হওয়ায় জায়গীরদারেরা কৃষির উন্নতির জন্য কোন দূরদর্শী নীতি গ্রহণ করেন নি। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে কৃষকদের উপর করের বোঝা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বহু কৃষক জমি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল বা রাজস্ব দিতে অস্বীকার করেছিল এবং বিদ্রোহী হয়েছিল। হাবিবের মতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রাক-ঔপনিবেশিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

**(১৯৬৬ সালে আলিগড় থেকে প্রকাশিত তাঁর একটি গ্রন্থে ('The Mughal Nobility under Aurangzeb') এম. আতাহার আলি ও মনসবদারি ব্যবস্থার দিক থেকে মুঘল দরবারের অভিজাত ও তাদের রাজনৈতিক সম্পর্কে একটি মূল্যবান আলোচনা করেছেন। (তাঁর রচনায় দাক্ষিণাত্য রাজ্যগুলি দখল, মারাঠা ও দাক্ষিণাত্য অভিজাতদের মুঘল অভিজাত শ্রেণীতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা এবং পরবর্তীকালের ফলাফলের বিষয়ে মুখ্য স্থান পেয়েছে।)

~~মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বিষয়ে একটি প্রাদেশিক আলোচনা করেছেন (Mughal Administration in Golconda - গ্রন্থ, 1975), এম. এন. পিয়ারসন ( ) এবং [illegible]~~

অষ্টাদশ শতকের প্রথমভাগে আওয়াধ এবং হায়দ্রাবাদ মুঘল সম্রাটকে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে [illegible] দেয় [illegible] এবং বাংলায় আলিবর্দি খাঁন, রোহিলখণ্ডে আলি মহম্মদ খান ও মারাঠা অঞ্চলে পেশোয়া বাজিরাও নিজেদের ক্ষমতা সংহত করতে ব্যস্ত ছিলেন। (দ্বিতীয়ার্ধে পারসিয়ান আক্রমণকারী নাদির শাহ (1739) এবং আফগান আহমদ শাহ আবদালি ভারত আক্রমণ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ের সর্বপ্রধান ঘটনা হল ইংরাজ শক্তির উত্থান ও প্রসার এবং ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রতিষ্ঠা। এর ফলে ভারতের আর্থ-সামাজিক জীবনে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে যায়।

অষ্টাদশ শতকে অর্থনৈতিক অবক্ষয়ের দিকটি নিয়ে যে সমস্ত ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন, তাদের বক্তব্য হল শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে আর্থিক সংকট তীব্র হয়েছিল। *(অধ্যাপক সুশীল চৌধুরী (From prosperity to decline - Eighteenth Century Bengal - গ্রন্থ) ও ও.প্রকাশের (Trade and politics in Eighteenth-Century Bengal - প্রবন্ধ) মতে, (অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার অর্থনীতি সমৃদ্ধশালী ছিল, কিন্তু বাংলার রাজনীতিতে ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই বাংলার আর্থিক অবক্ষয় শুরু হয়। চৌধুরীর মতে, ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির, বিশেষত ইংরেজ কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় হবার সঙ্গে সঙ্গে এশীয় বণিকদের পতন ঘটতে থাকে এবং বাণিজ্যিক অবক্ষয়ের সূচনা হয়। বাংলার ক্ষেত্রে বিষয়টি নিরঙ্কুশ সত্য বহন করে।)

(অষ্টাদশ শতকে ধীরে ধীরে বাংলা থেকে আর্থিক নিষ্ক্রমণ চলেছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর রাজনৈতিক ও আর্থিক কারণে সম্পদের নির্গমনের হার বৃদ্ধি পেয়েছিল। পলাশী থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সময়কালকে ব্রুকস অ্যাডামস ( ) 'পলাশী লুণ্ঠন পর্ব' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, ভারত থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ব্রিটেন নিজের দেশে শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর গ্রন্থে (The Economic History of India under Early British Rule) দেখিয়েছেন কিভাবে পলাশী লুণ্ঠন বা আর্থিক নিষ্ক্রমণ বাংলার অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয় এবং দেশে উৎপাদকদের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের দিকে ঠেলে দেয়। অধ্যাপক *বিনয়ভূষণ চৌধুরী ও ~~[illegible]~~

• অষ্টাদশ শতকের রজতকান্ত রায় মনে করেন যে, তিনি ৎ ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের ফলে কৃষি, শিল্প বাণিজ্য অর্থাৎ অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল। অধ্যাপক চৌধুরীর মতে, (Regional Economy 1757-1857 - Eastern India - প্রবন্ধ) (অষ্টাদশ শতকের অধিক সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত-এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার কৃষি অর্থনীতিতে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এসেছিল। প্রথমতঃ কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং জমিদারেরা সময় মতো খাজনা না দিতে পারার ফলে জমিদারি নিলাম সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল। ফলে নতুন জমির মালিক শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল এবং গ্রাম্য সমাজ অর্থনৈতিক পরিবর্তিত হয়েছিল। (অধ্যাপক বিনয় চৌধুরীর মত, (Regional Economy 1757-1857 - Eastern India - প্রবন্ধ) একই সময়ে 1769-70 সালের দুর্ভিক্ষের ফলে জনসংখ্যার হ্রাস ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়েছিল।)

নিরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন প্রসঙ্গে আলাদা করে ইরফান হাবিব (Studying Colonial Economy Without Colonialism - প্রবন্ধ) বলেছেন, (ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিণতি ছিল ভারতে সোনা-রূপার (Bullion) আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া।) (ব্রিটেনের আমদানি হ্রাস দেশীয় অর্থনীতিতে দুর্বল প্রভাব ফেলেছিল। একদিকে মুদ্রানীতি সংকোচন দেখা দিল, অন্যদিকে ভারতীয় সম্পদ নির্গমনের প্রক্রিয়া তীব্রতর হল।) এই বিষয়ের চিন্তাগুলি অতীতের সঙ্গে বর্তমানের ধারাবাহিকতার মধ্যে স্পষ্টতার ছেদ নিয়ে এসেছিল।

ইরফান হাবিব আরও বলেছেন, ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের দ্বারা ভারতীয়দের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ নজরানা আদায় এবং ভারতের বাইরে প্রেরণের ফলে বিনিয়োগ বাণিজ্যিক পুঁজির বিকাশে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল এবং ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় হয়েছিল। কোম্পানির কর্মচারীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত একচেটিয়া বাণিজ্যের ফলে বাংলা ও বিহারের মানুষের উপর থেকে রাজস্ব আদায়ের চাপ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। (হাবিব মনে করেন, প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য ও উত্তরাধিকারী রাজ্যগুলিতে পুঁজিবাদী সম্পর্ক গড়ে ওঠার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু সে সময় রাজস্ব ভূমিরাজস্ব বা খাজনা নগদ টাকায় আদায় হত বলে বাণিজ্যিক পুঁজির বিকাশ ঘটেছিল। তবে এই বিকাশ শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিকাশ হাবিবের মতেই দেশজ বাণিজ্যিক পুঁজির বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়েছিল। এই নতুন ইতিহাস ছিল অতীতের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বিচ্ছেদ।

অপর একদল ঐতিহাসিক অবশ্য অতীতের সঙ্গে বিচ্ছেদের এই তত্ত্ব স্বীকার করেননি। তাদের মতে অষ্টাদশ শতকের ভারত ইতিহাস ছিল মূলত অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকতার ইতিহাস। এদের বক্তব্য হল — ব্রিটিশরা নবাবদের হাত থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে সমস্ত দপ্তরগুলি পেয়েছিল, সেগুলির সাহায্যেই তারা প্রশাসনিক কাজকর্ম চালিয়েছিল। প্রশাসনিক কাজের জন্য ব্রিটিশ শক্তি স্থানীয় উচ্চবর্গীয়দের (Local elites) উপর নির্ভরশীল হয়েছিল। এরা কোম্পানির সঙ্গে রাজস্ব আদায়ের প্রক্রিয়া তীব্রতর করেছিল, তারাই সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল এবং তাদের উদ্যোগেই ভূমিরাজস্বের বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছিল।

*** (কেমব্রিজ ঐতিহাসিক ধর্মকুমারের মতে, (Cambridge Economic History of India, Vol-II) অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও আঞ্চলিক রাজ্যগুলির উত্থান ভারতের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তিনি মনে করেন, অষ্টাদশ শতক ভারতীয় অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ধারাবাহিকতা। (ধর্মকুমার মনে করেন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধকে বিভাজন রেখা বলে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত নয়। মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক দুর্বলতা সত্ত্বেও সারা দেশে মুঘল যুগের আর্থিক ও প্রশাসনিক অনেক বিধিব্যবস্থা আগের মতোই অনুসরণ করা হয়েছিল। বার্টন স্টেইন (State formation and Economy Reconsidered - প্রবন্ধ) মনে করেন মহীশূর রাজ্যের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া জেলাগুলির শাসনভার হিসেবে হায়দার আলি ও টিপু সুলতানের কর্মসূচির সঙ্গে ইংরেজ প্রশাসক টমাস মনরো প্রবর্তিত ভূমিব্যবস্থার বেশ কিছু সাদৃশ্য ছিল। পাঞ্জাবের
*** বিষয়ে ইন্দু বঙ্গা (Agrarian System of the Sikhs - গ্রন্থ) মন্তব্য করেছেন — শিখরা অষ্টাদশ শতকে খালসা নামে এক বিশেষ ধরনের গোষ্ঠী সংগঠন

ইন্দু বঙ্গা — 'Agrarian system of the Sikhs'

লাভ তুলেছিলেন। (আসলে একদিকে মুঘল কর্তৃত্বকে বিনষ্ট করেছিল, আবার মুঘল ব্যবস্থার অনুকরণেই রাজস্ব আদায়ের বন্দোবস্ত করেছিল, মুঘল রীতির জায়গির বন্টন নীতির অনুকরণে বন্দোবস্ত করেছিল। এমনকি সৈন্যসামন্তদের জমি দেওয়ার রীতিও সেখানে চালু রেখেছিলেন।)

(রাজশাহীর উপর গবেষণায় রত্নলেখা রায় (Change in Bengal Agrarian Society, 1760-1850 - বই) [illegible] (কোম্পানী বন্দোবস্তের ফলে গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তনের সীমাবদ্ধতার কথা বলেছেন) এন. মুখার্জি ও রবার্ট এরিক ফ্রাইকেনবার্গ (The Ryotwari System and Social-organization in the Madras Presidency - প্রবন্ধ) মনে করেন, দক্ষিণ ভারতে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত প্রচলন করে ইংরেজরা ঐতিহ্যগত কৃষিব্যবস্থার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। মীনা ভার্গব (Perception and Classification of the Rights of the Social Classes: Gorakhpur and the East India Company in the Late 18th and Early 19th Centuries - প্রবন্ধ) গোরক্ষপুরের উপর গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, কোম্পানি প্রাক্-ঔপনিবেশিক পর্বের জমিদার ও মদদ-ই-মাশ নামগুলি গ্রহণ করেছিল, যদিও এদের অধিকারের গঠন ও প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটেছিল। (ডেভিড লাডেন) (Caste, Society and Units of Production in Early Modern South Asia - প্রবন্ধ) মনে করেন মুঘল যুগীয় বৈশিষ্ট্যগুলি ধারাবাহিকভাবে ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার যুগ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে চলেছিল; আর এই ধারাবাহিকতা উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত বজায় ছিল। ** লাডেনের ভাষায় এই সময়কাল ছিল 'আদি আধুনিক' যুগ।

[illegible] *** পিটার মার্শাল (Bengal: The British Bridgehead - বই) -এর মতে কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পূর্বে বাংলার অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিলেও শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে [illegible] আর্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটে।) মার্শাল ও বেইলির [illegible] (Rulers, Townsmen and Bazaars: North Indian Society in the Age of Expansion এবং Van Leur and the Indian Eighteenth Century - প্রবন্ধ) মতে, (শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাণিজ্য এবং কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পায়নি বরং কোম্পানি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করলেও বাণিজ্য এবং কৃষি ও শিল্পদ্রব্যের উৎপাদনে ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। রজত দত্ত (Market, Bullion and Bengal's Commercial Economy: An 18th Century perspective - প্রবন্ধ) ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখলেও মার্শাল ও বেইলিকে সমর্থন করেছেন এবং ধারাবাহিকতার পক্ষে মত দিয়েছেন।) রজত দত্ত — বাণিজ্যিক ধারার কথা বলেছেন।

*** (উপরোক্ত ঐতিহাসিক বিতর্ক সংক্রান্ত আলোচনা প্রমাণ করে যে, (অষ্টাদশ শতক ভারত ইতিহাসে মোটেই অন্ধকারের যুগ ছিল না। অষ্টাদশ শতকে ভারতের অর্থনীতি যথেষ্ট সবল ও গতিশীল ছিল।) একথা বলা যায় যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অষ্টাদশ শতক সপ্তদশ শতকের অনুসারী বা পরিপূরক; ধারাবাহিকতায় কোন ছেদ পড়েনি। তবে ধারাবাহিকতা সত্ত্বেও ** অষ্টাদশ শতকে কতকগুলি নতুন প্রবণতা ও পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ে। অষ্টাদশ যেগুলি পরবর্তী শতকে ভারত ইতিহাসের গতি ভিন্নমুখী করেছে। অষ্টাদশ শতকের পূর্বার্ধে মুঘল কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক শাসনের উদ্ভব ঘটে। শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এদেশে বুলিয়ন আমদানি হ্রাস, কোম্পানি কর্তৃক এদেশের রাজস্বের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও এদেশের রাজস্বকে বাণিজ্যিক বিনিয়োগের কাজে লাগানো এবং ভারতীয় অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। অষ্টাদেশীয় সম্পদের অপহার (Drain) ভারতীয় অর্থনীতিতে লক্ষণীয়। এই শতকে দেশ শাসনে আরো কতকগুলি নতুন প্রবণতা ও পরিবর্তন লক্ষণীয়। এই ভূমিব্যবস্থা সমাজ ও জনজীবনে ব্যাপক ভাবে প্রবর্তিত হয় নতুন ভূমি বন্দোবস্ত। এই ভূমিব্যবস্থা সমাজ ও জনজীবনে ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন আনে। (আসলে বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে উনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভারতের অনুপ্রবেশের প্রস্তুতি পদধ্বনি অষ্টাদশ শতকেই শোনা যায়। অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল তার ইঙ্গিত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পাওয়া গিয়েছিল।)